গাংনীতে শিপুর উদ্যোগে ১৫ আগস্ট পালন

বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও তরুণ রাজনীতিক শাহিদুজ্জামান শিপু’র উত্তরপাড়ার রাজনৈতিক কার্যালয় চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন , বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা রবিউল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সহ দফতর সম্পাদক ও সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আলীম, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য প্রভাষক মুনসুর আলী, গাংনী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো: রফিক, শ্রমিকলীগ নেতা মনিরুজ্জামান মনি, স্বেচ্ছাসেবকলীগের ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বর আব্দুল জাব্বার, এসময় ছাত্রলীগ যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতাসহ আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পরে কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৪৮তম শাহাদৎ বার্ষিকী পালন

নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে পালিত হচ্ছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৪৮তম শাহাদৎ বার্ষিকী।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৯ টার সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবসে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নেতৃত্বে একটি র্যালি বের হয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সামনে

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম,মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

এরপর একে একে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

এছাড়া দিবসটি ঘিরে দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলেচনা সভা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে।

আমঝুপিতে জাতীয় শোক দিবস পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কার্যালয়ে ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সাধারন সম্পাদক আনোয়ার সাদাত, আমঝুপি ইউনিয়ন শাখার কৃষকলীগের সভাপতি মহাবুব হক, সাধারন সম্পাদক সাদ আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিধি ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু।

জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন শেষে এক শোক র্যালি আমঝুপি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করেন। র্যালিতে অংশ গ্রহন করেন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা জাকির হোসেন টরী, খায়রুজ্জামান টুটুল, আবুল কাশেম, আঃ কাদের, কিতাব আলী, আলামিন, হাজি আব্দুল জলিল, ফারুক হোসেন,

আবুল কালামসহ স্থানীয় নেতা কর্মী।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন শোককে শক্তিতে পরিণত করে আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীদের আগামী নির্বাচনের জন্য কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানের দোয়া পরিচালনা করেন আহসানুজ্জামান সাবলু।

অপর দিকে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন, প্রধান শিক্ষক আহম্মদ আলী ও রুহুল আমীন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক আবুল হাসান, রাফিউল ইসলাম, বশির আহমেত, আসাদুল হক, আলহাজ।

মুজিবনগরে জাতীয় শোক দিবস পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ ও ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আজ মঙ্গলবার সকালে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা নেতৃত্বে একটি শোক র্যালী শেষে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন (রফা গাইন),বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান,বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলালউদ্দিন লাভলু, উপজেলা

স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডারের সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুসহ উপজেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুব মহিলা লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি হঠাৎ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রায় ৮ মাস পর গত ফেব্রুয়ারীতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হলেও সেটা এতদিন গোপন ছি। সম্মেলনের ১৪ মাস পার হওয়ার পর গত শনিবার থেকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে গঠিত ও ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ ঘোষণার চিঠি দেখতে পাওয়া যায়।

কমিটিতে সভাপতি হিসেবে রয়েছেন ইকবাল হোসেন বুলবুল ও সাধারণ সম্পাদক এড. খ.ম.ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল)। ঘোষিত নয় জন সহ-সভাপতির মধ্যে খন্দকার মনিরুল ইসলাম এখন মৃত, বাকি সহ-সভাপতিদের মধ্যে রয়েছেন মেঃ ইয়ারুল ইসলাম, কে এম বদরুল হাসান বাবু, মাহফুজ আহমেদ রিঙ্কু, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আনারুল ইসলাম, মোঃ সাইফুল ইসলাম পল্টু,মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ খলিলুর রহমান, ৩ জন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন
মোঃ হায়দার আলী সিদ্দিকী, মোঃ সাজ্জাদুল আলম, মোঃ তানসেন আলী, ৩ জন সাংগঠনিক সম্পাদক মধ্যে রয়েছেন মোঃ সেলিম খান, মোঃ আব্দুর রফিক ও মোঃ শাহিনুল ইসলাম। আইন বিষয়ক সম্পাদক এড. মোঃ সরোয়ার হোসেন, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আব্দুল মান্নান সরকার, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মোঃ শেখ সৌরাওয়ার্দী (জুয়েল),দপ্তর সম্পাদক মোঃ আরিফুল হক রনি, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃবনিয়াজ শেখ, প্রচার ও

প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম বুলু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রাসেল হক, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আব্দুল মমিন দীপু, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ বিলকিস আরা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আব্দুল মজিদ পাতান, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মেঃ মিজানুর রহমান, শিক্ষা ও মানব বিষয়ক সম্পাদক মোঃকামরুজ্জামান চঞ্চল, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক হাসেম আলী পিয়াদা, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আব্দুর রশিদ শেখ, সহ দপ্তর সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম সাবান, সহ প্রচার সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন, কোষাধক্ষ্য সানোয়ার উদ্দিন আহমেদ (শহীদ)। এছাড়া কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন সিরাজুল ইসলাম, ইমদাদুল হক ডাবু, এ এস এম ফরিদ উদ্দিন, বিল্লাল হোসেন, আক্কাচ আলী, সাজ্জাদুল আনাম, আরিফুল হক আরিফ, আব্দুল কুদ্দুস, বায়েজিদ হোসেন, আলামিন শেখ, রুহুল ইসলাম স্বপন, আনোয়ার হোসেন পিন্টু, ফিরোজ শেখ, মোয়াজ্জেম হোসেন, আহসান হাবি, এমদাদুল হক স্বপন, শ্রী অনন্ত কুমার হালদার, নামাজতুল্লাহ লাটু, গোলাম মোস্তফা মাস্টার, আব্দুল মান্নান, তোহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ, শওকত আলী, জালাল উদ্দিন খোকন, মফিজুর রহমান, আবু জাহিদ মোঃ তারিক, রিপন হক, শ্রী প্রবীর চন্দ্র অধিকারী, আসিকুজ্জামান সাগর, মিরাজুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হিল বাকী, সাজেদুর রহমান রানা, শরিফুল ইসলাম, আবু সাঈদ মোঃ ফারুক হোসেন এবং বুরহানুল আজিম রিয়াদ।

এই কমিটিতে উপদেষ্টা পরিষদের ১৭ জন সদস্য হিসেবে রয়েছেন এস এম মামুনুর রশিদ, রেহেনা আক্তার বীনা, এ জেড এম মারুফুজ্জোহা, আবুল কাশেম,আশরাফুল ইসলাম, মোঃ ফুলসুরাত শেখ, মিনারুল ইসলাম লাল মিয়া, মেজবাহ উদ্দিন খান, লিয়াকত আলী, আজিজুর রহমান, আব্দুল মজিদ, আব্দুর রাজ্জাক (দর্জি), মশিউর রহমান কচি, আবু জোহা বাচ্চু, এ জি এস সাদ্দাতুল মামুন, শফিকুর রহমান শফিক এবং নাসির উদ্দিন।

বেদনায় ভরা দিন

রোড ৩২, ধানমন্ডি
তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। দূরের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে

আসছে। এমন সময় প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ। এ গোলাগুলির আওয়াজ ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের একটি বাড়ি ঘিরে, যে বাড়িতে বসবাস করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এক বিঘা জমির উপর খুবই সাধারণ মানের ছোট্ট একটা বাড়ি। মধ্যবিত্ত মানুষের মতই সেখানে বসবাস করেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি সবসময়ই সাধারণ জীবনযাপন করতেন। এই বাড়ি থেকেই ১৯৭১ সালের ২৬-এ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের যে আন্দোলন-সংগ্রাম এই বাড়িটি তার নীরব সাক্ষী। সেই – বাড়িটিই হলো আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। গোলাগুলির আওয়াজের মধ্যে আধানের ধ্বনি হারিয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতির বাসভবনের নিরাপত্তায় সাধারণত সেনাবাহিনীর ইনফেন্ট্রি ডিভিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র ১০-১২ দিন পূর্বে বেঙ্গল ল্যাঞ্চারের অফিসার ও সৈনিকদের এ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, লক্ষ্য করলেন কালো পোশাকধারী সৈনিকেরা বাড়ির পাহারায় নিয়োজিত। তিনি প্রশ্নটা তুলেছিলেনও। কিন্তু কোন সদুত্তর পাননি।
আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছিল দেশের মানুষের প্রতি অঢেল ভালোবাসা। তিনি সকলকেই অন্ধের মত বিশ্বাস করতেন। তিনি কখনও এটা ভাবতেও পারেননি যে, কোন বাঙালি তাঁর ওপর গুলি চালাতে পারে বা তাঁকে হত্যা করতে পারে। তাঁকে বাঙালি কখনও মারবে না, ক্ষতি করবে না – এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি চলতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সেই বিশ্বাসের কি মূল্য তিনি পেয়েছিলেন?

চারদিকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ। বিকট শব্দে মেশিনগান হতে গুলি করতে করতে মিলিটারি গাড়ি এসে দাঁড়ালো ৩২ নম্বর রোডের বাড়ির সামনে। গুলির আওয়াজে ততক্ষণে বাড়ির সকলেই জেগে উঠেছে। আমার ভাই শেখ কামাল দ্রুত নিচে নেমে গেল রিসেপশন রুমে – কারা আক্রমণ করলো, কী ঘটনা জানতে। বাবার ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুল ইসলাম বিভিন্ন জায়গায় ফোন করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কোন সাড়া পাচ্ছিলেন না।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কামাল বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখে বাড়ির গেট দিয়ে মেজর নূর ও ক্যাপ্টেন হুদা এগিয়ে আসছে। কামাল তাদের দেখেই বলতে শুরু করলো: আপনারা এসে গেছেন, দেখেন তো কারা বাড়ি আক্রমণ করলো?
ওর কথা শেষ হতে পারলো না। তাদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠলো। কামাল সেখানেই লুটিয়ে পড়লো। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর নূর আর

কামাল একইসঙ্গে কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। আর সেই কারণে ওরা একে অপরকে ভালোভাবে চিনতো। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! সে চেনা মানুষগুলি কেমন অচেনা ঘাতকের চেহারায় আবির্ভূত হলো। নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করলো সহযোদ্ধা কামালকে। কামাল তো মুক্তিযোদ্ধা। দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যায় যুদ্ধ করতে। এরপর বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে নিয়োগ দেয় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী প্রধান কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে।

মেজর সৈয়দ ফারুক ট্যাঙ্ক নিয়ে আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। আব্বা সবার আগে ঘর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান সফিউল্লাহ সাহেবকে ফোন করেন। তাঁকে জানান বাড়ি আক্রান্ত। তিনি জবাব দেন: আমি দেখছি। আপনি পারলে বাইরে কোথাও চলে যান।

এর মধ্যে ফোন বেজে ওঠে। কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরিয়াবাত, আমার সেজ ফুফা, ফোনে জানান যে তাঁর বাড়ি কারা যেন আক্রমণ করেছে। আব্বা জবাব দেন তাঁর বাড়িও আক্রান্ত। আব্বা আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে ফোন করেন। আব্দুর রাজ্জাক বলেন: লিডার দেখি কী করা যায়। আব্দুর রাজ্জাক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। তোফায়েল আহমেদ ফোনে বলেন: আমি দেখছি। রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে বলতে থাকেন: আমি কী করবো? তোফায়েল আহমেদ রক্ষী বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। আব্বা নিচে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হন। মা পাঞ্জাবিটা পরিয়ে দেন। আব্বা যেতে যেতে কামাল কোথায় – জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কথা বলতে বলতে তিনি সিঁড়ির কাছে পৌঁছান।

এ সময় সিড়ির মাঝের প্ল্যাটফর্মে যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও দোতালায় উঠে আসছিল। এদের মধ্যে হুদাকে চিনতে পারেন আব্বা। আব্বা তার বাবার নাম ধরে বলেন: তুমি রিয়াজের ছেলে না? কী চাস তোরা? কথা শেষ করতে না করতেই গর্জে উঠে ওদের হাতের অস্ত্র। তাদের সঙ্গে ইতোমধ্যেই যোগ দিয়েছিল রিসালদার মোসলেউদ্দিন।

ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে সিঁড়ির উপর লুকিয়ে পড়লেন আব্বা। আমার মা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘাতকের দল ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে। আমার মাকে তারা বাধা দিল এবং বললো যে আপনি আমাদের সঙ্গে চলেন। মা বললেন: আমি এক পা-ও নড়বো না, কোথাও যাবো না। তোমরা উনাকে মারলে কেন? আমাকেও মেরে ফেলো। ঘাতকদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠলো। আমার মা লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল ও জামালের স্ত্রী রোজী জামাল মা’র ঘরে ছিল। সেখানেই তাঁদের গুলি করে হত্যা করে ঘাতকেরা। রাসেলকে রমা জড়িয়ে ধরে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। ছোট্ট রাসেল কিছুই বুঝতে পারছে না। একজন সৈনিক রাসেল আর রমাকে ধরে নিচের তলায় নিয়ে যায়। একইসঙ্গে বাড়িতে আরও যারা ছিল তাদেরও নিচে নিয়ে দাঁড় করায়। গৃহকর্মী আব্দুল গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তাকেও নিয়ে যায়। বাড়ির সামনে আম গাছতলায় সকলকে দাঁড় করিয়ে একে একে পরিচয় জিজ্ঞেস করে। আমার একমাত্র চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের পঙ্গু ছিলেন। তিনি বার বার মিনতি করছিলেন: আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা; আমি মুক্তিযোদ্ধা। আমাকে মেরো না। ছোট ছোট বাচ্চারা আমার, ওদের কী হবে? কিন্তু খুনিরা কোন কথাই কানে নেয় না। তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে অফিস ঘরের বাথরুমে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

রমার হাত ধরে রাসেল “মা’র কাছে যাব, মা’র কাছে যাব” বলে কান্নাকাটি করছিল। রমা বারবার ওকে বোঝাচ্ছিল: তুমি কেঁদো না ভাই। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু অবুঝ শিশু মায়ের কাছে যাব বলে কেঁদেই চলছে। এ সময় একজন পরিচয় জানতে চায়। পরিচয় পেয়ে বলে: চলো, তোমাকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি।

ভাইয়ের লাশ, বাবার লাশ মাড়িয়ে রাসেলকে টানতে টানতে দোতলায় নিয়ে মায়ের লাশের পাশেই গুলি করে হত্যা করে। দশ বছরের ছোট্ট শিশুটাকে ঘাতকের দল বাঁচতে দিল না।

যে বাড়ি থেকে একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি রক্তে ভেসে গেল। সেই রক্তের ধারা ওই সিঁড়ি বেয়ে বাংলার মাটিতে মিশে গেছে- যে মাটির মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

৪৬ ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলেন সাফায়েত জামিল। সেনাপ্রধান তাঁকে ফোন করে পায়নি। সিজিএস খালেদ মোশাররফও কোন দায়িত্ব পালন করেনি। সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমান কোন ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেনি বরং সে পুরো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। খুনি রশিদ ও ফারুক বিবিসি-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার কথা বলেছে। খুনি মোস্তাক জিয়াকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়। ঢাকার তৎকালীন এসপি মাহবুবকেও ফোন করে পাওয়া যায়নি।

মেজ ফুপুর বাসা

ঘাতকেরা ধানমন্ডির মেজ ফুফুর বাড়ি আক্রমণ করে রিসালদার মোসলেউদ্দিনের নেতৃত্বে। তাদের একটি দল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে গালি দিতে থাকে। বুটের আওয়াজ আর চিৎকার- চেঁচামেচি শুনে মুক্তিযোদ্ধা যুবনেতা এবং বাংলার বাণীর সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বন্দুক তাক করে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে ঘাতকের দল। এ সময় তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজু ছুটে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ঘাতকদের বুলেট থেকে বাঁচাতে। কিন্তু ঘাতকের দল তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করে। বুলেটের আঘাতে দুজনের শরীর ঝাঝরা হয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নিথর দেহ দুটি। ছোট দুই ছেলে, তিন বছরের তাপস আর বছর পাঁচেকের পরশ, মা-বাবার লাশের পাশে এসে চিৎকার করতে থাকে আর বলতে থাকে: মা ওঠো, বাবা ওঠো। ঐ শিশুদের কান্না মা-বাবা কি শুনতে পেয়েছিল? ততক্ষণে তাঁরা তো না- ফেরার দেশে চলে গেছে। শিশুদের চোখের পানি মা-বাবার রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়।

সেজ ফুপুর বাড়ি
গুলি করতে করতে মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ও মেজর এ এম রাশেদ চৌধুরী মিন্টু রোডে সেজ ফুফার সরকারি বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে যায়। পরিবারের সকল সদস্যকে তাঁদের ঘর থেকে বের করে নিচতলায় বসার ঘরে নিয়ে আসে। এর পর তাদের উপর ব্রাশ ফায়ার করে। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন আবার ফুপু আমিনা সেরনিয়াবাত, আমার ফুফা কৃষিমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব সেরিয়াবাত, তাঁর মেয়ে বিউটি, বেবি, রিনা, ছেলে খোকন, আরিফ, বড় ছেলে আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর স্ত্রী শাহানা, নাতি সুকান্ত, ভাইয়ের ছেলে মুক্তিযোদ্ধা শহীদ, ভাগ্নে রেন্টু। আট বছরের নাতনি কান্তা গুলিবিদ্ধ লাশের নিচে চাপা পড়ে যাওয়ায় বেঁচে যায়। দেড় বছরের নাতি সাদেক গুলিবিদ্ধ মায়ের বুকে পড়ে কাঁদতে থাকে। আট বছরের কান্তা নিজের ফুফু বেবির লাশের নিচে চাপা পড়েছিল। সেখান থেকে কোন মতে বের হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সারি সারি গুলিবিদ্ধ আপনজন পড়ে আছে। কারও নিথর দেহ, কেউ বা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। ঘরের কোণায় রাখা অ্যাকুরিয়াম গুলি লেগে ভেঙে যায়। অ্যাকুরিয়ামের পানির সঙ্গে মাছগুলি মাটিতে পড়ে যায়। রক্ত ভেজা পানিতে মাছগুলিও ছটফট করে লাফাতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে যে আপনজন মা, বাবা, দাদা- দাদি, চাচা, ফুফুসহ সকলকে নিয়ে এই শিশুরা ছিল, আর এখন গুলিবিদ্ধ রক্তে ভেজা আপনজন। লাশের নিচ থেকে নিজেকে বের করে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ৮ বছরের শিশুটি অবাক বিস্ময়ে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে থাকে।

মেজর ফারুক ট্যাঙ্ক নিয়ে লেকের ওপার থেকে ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবন লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। সেই গুলি মোহাম্মদপুরে এক বাড়িতে পড়ে। সেখানে ১১ জন মানুষ নিহত হয় আরও অনেকেই আহত হয়। মেজর ডালিম রেডিও স্টেশন দখলের দায়িত্বে ছিল। সেখান থেকেই সে ঘোষণা দেয়: শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। ঘাতকেরা শুধু হত্যা করে তাই নয়, তারা আমাদের বাসা লুটপাট করে। আমার বাবার শোবার ঘরে এবং ড্রেসিং রুমের সকল আলমারি, লকার সবকিছু ভেঙ্গে সেখান থেকে যা কিছু মূল্যবান ছিল গহনা, ঘড়ি, টাকা-পয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায়। বাসায় ব্যবহার করা গাড়িটাও মেজর হুদা ও নূর নিয়ে যায়।আলমারীর সব কাপড় চোপড় বিছানার ওপর পড়েছিল। সেগুলোর অনেকগুলোতে ছিল রক্তের দাগ। এই হত্যাকান্ডের পর লুটপাটের ঘটনা মনে করিয়ে দেয় ওদের চরিত্রের অন্ধকার দিকটা। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তারা এই সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের কত বড় সর্বনাশ করেছিল তা কি ওরা বুঝতে পেরেছিল?

যে বুকে বাংলার মানুষের জন্য প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল, সেই বুকটাই ঝাঁঝরা করে দিল তাঁরই প্রিয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কিছু দুর্বৃত্ত। আমার আব্বা কোনদিন বিশ্বাস করতেই পারতেন না যে, বাংলাদেশের কোন মানুষ তাঁকে মারতে পারে, বা কোন ক্ষতি করতে পারে। পৃথিবীর অনেক নেতাই তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, ওরা তো আমার ছেলে, আমাকে কেন মারবে? এত বড় বিশ্বাস ভঙ্গ করে ওরা বাঙালির ললাটে কলঙ্ক লেপন করল।

কী বিচিত্র এ দেশ! একদিন যে মানুষটির একটি ডাকে এদেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় এনেছিল, বীরের জাতি হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে মর্যাদা পেয়েছিল, আজ এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে সেই জাতি সমগ্র বিশ্বের কাছে বিশ্বাসঘাতক জাতি হিসেবে পরিচিতি পায়। খুনি ও ষড়যন্ত্রকারীদের এদেশের অগণিত জনগণ ঘৃণা করে এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে।

আমার অন্তঃসত্ত্বা চাচী ছয় জন সন্তান নিয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হন। খুলনায় ভাড়ার বাসায় বসবাস করতেন। সে বাসা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। টুঙ্গিপাড়ার বাড়িও সিল করে রাখা হয়। ঘরবাড়ি হারা সদ্য বিধবা কোথায় ঠাঁই পাবেন?

সোবহানবাগ আব্বার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। সোবহানবাগ মসজিদের কাছে তাঁর গাড়ি আটকে দেয় ঘাতকেরা। তিনি এগুতে চাইলে ঘাতকেরা

তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। আমাদের বাড়ির নিচে পুলিশের বিশেষ শাখার সদস্য এসআই সিদ্দিকুর রহমানকেও তারা গুলি করে হত্যা করে।
বেলজিয়াম

ক্রিং ক্রিং ক্রিং …। টেলিফোনটা বেজেই যাচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো টেলিফোনের আওয়াজ এত কর্কশ? আমি ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালাম। দেখি নিচে অ্যাম্বাসেডর সানাউল হক সাহেব ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, ওয়াজেদের সঙ্গে কথা বলবেন। আমি তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। অপর পারে জার্মানির অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন রশিদ সাহেব কথা বলছেন। তিনি জানালেন বাংলাদেশে ক্যু হয়েছে। আমার মুখ থেকে বের হল: “তাহলে তো আমাদের আর কেউ বেঁচে নাই”। রেহানা পাশে ছিল। তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু তখনও জানি না কী ঘটনা ঘটেছে।
মাত্র ১৫ দিন আগে জার্মানি এসেছি। বেলজিয়ামে বেড়াতে এসেছি। নেদারল্যান্ডেও গিয়েছিলাম। আব্বা বলেছিলেন, নেদারল্যান্ড কীভাবে সাগর থেকে ভূমি উত্তোলন করে – পারলে একবার দেখে এসো। একদিন আগেই আব্বা-মার সঙ্গে কথা হয়েছে। কেন জানি মা খুব কাঁদছিলেন। বললেন “তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে, তুই আসলে আমি বলবো।” আমাদের খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল তখনই দেশে ছুটে চলে যাই।

আব্বা বললেন: রোমানিয়া ও বুলগেরিয়াতে তিনি যাবেন। আর ফেরার পথে আমাদের নিয়ে আসবেন। কিন্তু আমাদের আর দেশে ফেরা হলো না। একদিন পরই সব শেষ। বেলজিয়ামের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হক, যিনি রাজনৈতিক সদিচ্ছায় অ্যাম্বাসেডর পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন, রাতারাতি তার চেহারাটাই পাল্টে গেল। তিনি জার্মানিতে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশিদ সাহেবকে বলেন, যে বিপদ আমার কাঁধে পাঠিয়েছেন তাঁদের ফেরত নেন।

যিনি আগের রাতে আমাদের জন্য ‘ক্যান্ডেল লাইট ডিনার’ এর আয়োজন করেছিলেন; কত খাতির, আদর-যত্ন, আর এখন আমরা তার কাছে আপদ হয়ে গেলাম। আমাদের বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়িটাও দিলেন না। বেলজিয়াম অ্যাম্বাসিতে কর্মরত আমার স্কুলের বান্ধবী নমি’র স্বামী জাহাঙ্গীর সাদাতের গাড়িতে করে আমদের বেলজিয়াম বর্ডারে যেতে বললেন। জাহাঙ্গীর সাদাত আমাদের জার্মানির বর্ডারে পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে নোম্যান্স ল্যান্ড পার হয়ে আমরা জার্মানির মাটিতে পৌঁছলাম। জার্মানির অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন রশিদ সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছেন। আর তাঁর স্ত্রী আমার বাচ্চাদের জন্য

শুকনো খাবার-দাবারও গাড়িতে দিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে কয়েকদিন আশ্রয় পেলাম। তাঁদের আদর যত্ন দুঃসময়ে আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান। আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না হুমায়ুন রশীদ ও তাঁর স্ত্রীর অবদান। জার্মান অ্যাম্বাসির সকল অফিসার ও কর্মচারি আমাদের অত্যন্ত যত্ন করেছিলেন। অ্যাম্বাসির গাড়িতে আমাদের কার্লস দিলেন। জার্মান সরকার, যগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা রুয়ে পৌঁছে গান্ধীসহ আরও অনেকে আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে চাইলেন। জার্মানিতে নিযুক্ত ভারতের অ্যাম্বাসেডর জনাব হুমায়ুন রশিদ ও ডক্টর ওয়াজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাদের ভারতে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেন। আমরা জার্মানি থেকে ভারতে পৌঁছালাম।

উপসংহার
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের রক্তাক্ত বেদনার আঘাত বুকে ধারণ করে আমার পথচলা। বাবা মা ভাইদের হারিয়ে ৬ বছর পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসতে পেরেছি। একটি প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি, যে বাংলাদেশ আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, তা ব্যর্থ হতে পারে না। লাখো শহিদের রক্ত আর আমার বাবা-মা ভাইদের রক্ত ব্যর্থ হতে আমি দেব না। আমার চলার পথ খুব সহজ ছিল না, বারবার আমার উপর আঘাত এসেছে। মিথ্যা অপপ্রচার, গুলি, বোমা ও গ্রেনেড হামলার শিকার হতে হয়েছে আমাকে। খুনি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়া বিভিন্ন সময় বলেছিল, “শত বছরেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারবে না।” “শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা বিরোধী দলের নেতাও কখনও হতে পারবে না।” এর পরেই তো সেই ভয়াবহ ২০০৪ সালের ২১ এ আগস্টের গ্রেনেড হামলা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মানবঢাল রচনা করে সেদিন আমাকে রক্ষা করেছিলেন। উপরে আল্লাহ, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী আর বাংলাদেশের জনগণই আমার শক্তি। আমার চলার কন্টকাকীর্ণ পথে এরাই আমাকে সাহায্য করে চলেছেন। তাই আজকের বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আছে বলেই আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাদেশের জনগণকে ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি দিতে পেরেছি। তারা এখন উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

বাবা! তুমি যেখানেই থাক না কেন, তোমার আশীর্বাদের হাত আমার মাথার উপর আছে – আমি তা -অনুভব করতে পারি। তোমার স্বপ্ন বাংলাদেশের জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার

ব্যবস্থা করে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। তোমার দেশের মানুষ তোমার গভীর ভালোবাসা পেয়েছে আর এই ভালোবাসার শক্তিই হচ্ছে এগিয়ে যাবার প্রেরণা।

লেখক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা।

মেহেরপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর মশারি বিতরণ

মেহেরপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশারি বিতরণ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। রবিবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তে ১ হাজার জনের মাঝে মশারি বিতরণ করা হয়।

এসময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধূ বাংলাদেশেই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। এ বছর বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেরিতে। যে কারণে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। মশার কামড় থেকে ডেঙ্গু রোগ হয়। তাই মশার কামড় থেকে যাতে আমরা বাঁচতে পারি সেজন্য মশারি ব্যবহার করতে হবে। আজ অসহায় এক হাজার মানুষের মাঝে এ মশারি বিতরণ করা হচ্ছে। আপনার সকলেই অলসতা না করে মশারি ব্যবহার করবেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় মশারি বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, জেলা ইয়ং বাংলার সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি লুৎফুন্নেছা লতা ও সাধারণ সম্পাদিকা রোজিনা খাতুন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, সদর উপজেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সভাপতি সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা

ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান লাল্টু।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা মান্নানের গণসংযোগ

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে গণসংযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান।

শনিবার উপজেলার দারিয়াপুর, আনন্দবাস, বাগোয়ান, রতনপুর,সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ভবানন্দপুর, আরশাফপুর গ্রামে গণসংযোগ করেন তিনি।

এসময় তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ও শেখ হাসিনার উন্নয়ন প্রচার ও নৌকা মার্কার ভোট প্রাথনা করেন। গণসংযোগকালে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজ বাবুল।

দর্শনায় ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা

অনুষ্ঠিত

দর্শনায় ১৫ই আগস্ট শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত আটটায় দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে প্রস্তুতি সভার সভাপতিত্ব করেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আজ আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে বসবাস করছি। বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা জাতির জনক কে ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশের কলঙ্কিত সন্তানেরা সৃষ্টি করেছিল এক কালো অধ্যায়ের। আমরা জাতির জনকের সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারাদেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি। এই উন্নয়নকে ধরে রাখতে হলে শেখ হাসিনা সরকারের কোন বিকল্প নেই। তাই আবারো নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারকে ক্ষমতায় আনতে হবে এজন্যে সকল ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ করতে হবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়তে হলে ঐক্কের কোন বিকল্প নেই।

অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু,দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খালি মুনসুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম , দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শফিকুল আলম, আ.লীগ নেতা দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, ফরজ মল্লিক, আ’লীগ নেতা জয়নাল আবেদীন নফর, সোলায়মান কবির, ফয়সাল আহম্মেদ, হাজী হায়দার আলী, হাবিবুর রহমান, দাউদ হোসেন, হবি, সাইফুল ইসলাম হুকুম, আশরাফুজ্জামান বেল্টু, খালিদ হোসেন মিঠু।

দামুড়হুদায় জাতীয় শোক দিবসের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার ডাকবাংলোর সভাকক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মো: আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মো: শহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রুস্তম আলী, দর্শনা পৌরসভার মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম,জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, নাটুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল করিম, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহম্মেদ রিংকু, উপজেলা সেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহব্বায়ক।এছাড়াও আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।